দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ...12 OCT 2016...
পৃষ্ঠা ...১৫... কলাম ...৫...

রাজৈরে উল্লাবাড়ি হাইস্কুলের ২৫২ শতক জমি বেদখল!

■ টেকেরহাট (মাদারীপুর) সংবাদদাতা

ভূমি জবরদখলকারীরা সুকৌশলে এবং নানা অজুহাতে রাজৈর উপজেলার উল্লাবাড়ি হাইস্কুল এন্ড কলেজের খেলার মাঠসহ ২৫২ শতক জমি দীর্ঘদিন যাবৎ দখল করে রেখেছে। ফলে বিদ্যালয়ের খেলাধুলা, শরীরচর্চা, বনায়ন ও লেখাপড়ার পরিবেশ বিঘ্নিতসহ উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ব্যাহত হচ্ছে।

বিদ্যালয়ের বর্তমান পরিচালনা কমিটির সভাপতি জয়দেব বাড়ৈসহ অন্যান্যরা জানান, দলিল-দস্তাবেজ থাকা সত্ত্বেও সাবেক প্রধান শিক্ষকদের সহযোগিতায় জবরদখলকারীরা অবৈধভাবে বিশাল আয়োজনের এ জমি হাতিয়ে নেয়। তৎকালীন প্রধান শিক্ষক বা সভাপতি বিদ্যালয়ের এ জমি উদ্ধারে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ভূমি গেড়ে বসে। বর্তমান পরিচালনা কমিটি এ জমি উদ্ধারে পদক্ষেপ গ্রহণ করলে জবরদখলকারীরা ভূমি ছেড়ে না দিয়ে উল্টো দখল বহাল রাখতে কমিটির সভাপতিসহ অন্যদের বিরুদ্ধে ডাকাতিসহ চাঁদাবাজি মামলা করেছে। ফলে জমি উদ্ধার তো দূরের কথা কমিটির এখন ছেরে দে মা কেদে বাঁচি অবস্থা।

হিন্দু ধর্মীয় অধ্যুষিত নিম্ন এলাকা উল্লাবাড়িতে তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের বন মন্ত্রী গৌর চন্দ্র বালাসহ কয়েকজন ব্যক্তি উদ্যোগ নিয়ে ৫৭ শতক জায়গার উপর টিনের দোচালা ঘর তুলে ১৯৬৮ সালে উল্লাবাড়ি ইউনাইটেড উচ্চ বিদ্যালয় নাম নিয়ে যাত্রা শুরু করে। ওই সময় একাধিক ব্যক্তি উৎসাহিত হয়ে এলাকার অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার স্বার্থে দলিলমূলে ৩০৯ শতক জমি স্কুলের নামে দান করেন। আস্তে আস্তে বিদ্যালয়টিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। কিন্তু অপদখলে থাকা জমি উদ্ধার না হওয়ায় নতুন ভবন নির্মাণ সম্ভব হয়নি। ফলে শ্রেণিকক্ষের অভাবে ৪৫৬ জন ছাত্র-ছাত্রীর জায়গা সংকুলান হচ্ছে না, তেমনি কম্পিউটার কক্ষ, মাল্টিমিডিয়া ও সাইন্স ল্যাবরেটরি কক্ষের অভাবে সাধারণ ব্যবহারিক শিক্ষা বিঘ্নিত হচ্ছে।

এদিকে মামলার বাদি শাফিয়া বেগম ও তার ছেলে অপর দখলদার মন্নু শেখ জানান, জায়গার বিপরীতে তৎকালীন সময়ে তারা স্কুল কমিটিকে টাকা দিয়েছেন। কিন্তু দলিল দেই দিচ্ছি করে দেয়নি এবং তারা দীর্ঘদিন যাবৎ উল্লেখিত জায়গায় ঘর-বাড়ি তুলে দখলে আছেন। কমিটির লোকেরা কয়েক দিন আগে জোর করে ঘরে ঢুকে কাগজপত্র নিয়ে গেছে বলে অভিযোগ করেন তারা।

সহকারী কমিশনার (ভূমি) রোজী আকতার জানান, অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করতে সিভিল কোর্টে মামলা করতে হবে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. মিজানুর রহমান জানান, বিধি মোতাবেক অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।